وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ وَمِنْهَا جَآئِرٌ ؕ

আল্লাহরই দায়িত্বে রয়েছে সরল পথপ্রদর্শন। পথগুলোর মধ্যে বাঁকা পথও আছে।

▶ সূরা আন-নাহল, ১৬:৯

সত্যের আধুনিক প্রকাশ

◆

মা ক তা বা তু ল ফু র কা ন

www.islamibooks.com

مكتبة الفرقان

মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহ. কর্তৃক সংক্ষেপিত ও সহজকৃত

কসদুস সাবীল

হাকীমুল উম্মত

মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.

অনুবাদ

মাওলানা হাসান মুহাম্মাদ শরীফ

শিক্ষক, জামিয়া ইসলামিয়া দারুল ইসলাম

মিরপুর-১, ঢাকা

MAKTABATUL FURQAN
PUBLICATIONS
ঢাকা, বাংলাদেশ

কসদুস সাবীল

মাকতাবাতুল ফুরকান কর্তৃক প্রকাশিত

১০ প্যারিদাস রোড

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

maktabfurqan@gmail.com

+৮৮০১৭৩৩২১১৪৯৯

গ্রন্থস্বত্ব © ২০১৫ – ২০১৯ মাকতাবাতুল ফুরকান

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে বইটির কোনো অংশ স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা কিংবা ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং দণ্ডনীয় অপরাধ।

দ্যা ব্ল্যাক, ঢাকা, বাংলাদেশ এ মুদ্রিত; +৮৮০১৭৩০৭০৬৭৩৫

দ্বিতীয় প্রকাশ : সফর ১৪৪১ / অক্টোবর ২০১৯

প্রথম প্রকাশ : শাওয়াল ১৪৩৬ / আগস্ট ২০১৫

প্রচ্ছদ : সিলভার লাইট ডিজাইন স্টুডিও, ঢাকা

প্রুফ সংশোধন : জাবির মুহাম্মদ হাবীব

ISBN : 978-984-94322-8-9

মূল্য : ৳ ১০০.০০ (এক শত টাকা মাত্র)

Price : USD 8.00

অনলাইন পরিবেশক

www.islamibooks.com

www.rokomari.com; www.wafilife.com

প্রকাশকের কথা

প্রত্যেক মুসলমানের জন্য নিজের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ। দ্বীনের সঙ্গে সম্পর্কিত জরুরী কাজগুলোতে এমনিতেই আমরা খুব অবহেলা করি। আর এ কাজটা চরম অবহেলার স্বীকার। সাধারণ মানুষ তো অজ্ঞানতার কারণে এর চর্চা করে না, আর আলেমগণ জেনেও অবহেলা অথবা কালক্ষেপণ করতে থাকেন। মূলত বিষয়টি আলেম ও গায়রে আলেম—উভয়ের জন্যই সমানভাবে জরুরী। আত্মশুদ্ধি ছাড়া একজন আলেমের ইলম যেমন বেকার, তেমনি গায়রে আলেমদেরও বাঁচার কোনো পথ নেই। উলামায়ে কেরাম এ বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান রাখেন এবং সামান্য চর্চাতেই খুব দ্রুত অনেক আগে বেড়ে যেতে পারেন। আর গায়রে আলেমরা আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারলে তাদের জন্য দ্বীনী ইলম ও আমলে অগ্রসর হওয়া সহজ হয়ে উঠে।

হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাসাওউফ নিয়ে আল্লাহপ্রদত্ত ইলম, দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞার আলোকে *কসদুস সাবীল* নামে অত্যন্ত ফলপ্রসূ একটি কিতাব রচনা করেছিলেন। তাসাওউফের সাধক তথা আত্মশুদ্ধিতে নিবেদিত ব্যক্তিবর্গের নিকট কিতাবটি ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে এবং একটি গাইডলাইন হয়ে ওঠে। সাধারণ শ্রেণির লোকদের উপকার ও সুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখে ওই কিতাবটিকেই সংক্ষিপ্ত করে পাঠকপ্রিয় করে তুলেন মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহমাতুল্লাহি আলাইহিরই একান্ত খাস শাগরেদ এবং বিশিষ্ট খলীফা মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহ.। তার সেই সংক্ষিপ্ত *কসদুস সাবীল*-ই এখানে অনুবাদ করা হয়েছে। অনুবাদের দুরূহ কাজটি করেছেন তরুণ প্রজন্মের বিজ্ঞ অনুবাদক মাওলানা হাসান মুহাম্মাদ শরীফ সাহেব। তার সহজ, সাবলীল এবং যথার্থ অনুবাদ নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য।
আমরা কিতাবটিকে ত্রুটিমুক্ত ও সর্বাঙ্গীণ সুন্দর করার সার্বিক চেষ্টা করেছি। তারপরও ভুল-ভ্রান্তি থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। সুহৃদয় পাঠকের দৃষ্টিতে কোন

ভুল ধরা পড়লে আমাদের অবগত করা হলে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধনের চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

মহা করুণাময় আল্লাহ তাআলা এই কিতাবটির পাঠক, লেখক, অনুবাদক, প্রকাশক ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে তার পথে অগ্রসর হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

মুহাম্মাদ আদম আলী
প্রকাশক, মাকতাবাতুল ফুরকান
ইসলামী টাওয়ার, ১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা

২৫ অক্টোবর ২০১৯

সূচিপত্র

তাসাওউফ ও তরীকত সম্পর্কে সাধারণ ভ্রান্তি ৯

ভূমিকা ১২

প্রথম হেদায়েত : শরীয়ত ও তরীকতের আলোচনা ১৩

দ্বিতীয় হেদায়েত : তাওবা সম্পর্কে আলোচনা ১৭
তাওবার মূল-কথা ও এর পদ্ধতি ১৭
ফরয হকসমূহ আদায় ১৯
বান্দার হক ২০

তৃতীয় হেদায়েত : ইলমে দ্বীন অর্জন করা প্রসঙ্গে ২২

চতুর্থ হেদায়েত : মুরশিদের পরিচয় ও তার প্রয়োজন ২৩
কামেল পীরের পরিচয় ২৩

পঞ্চম হেদায়েত : পীর মুরীদির উদ্দেশ্য ২৬
বাইআত এবং পীর-মুরীদির মূলকথা ৩০

ষষ্ঠ হেদায়েত : মুরীদের জন্য পালনীয় অযীফা ৩১
প্রথম প্রকার অযীফা ৩৩
দ্বিতীয় প্রকার অযীফা ৩৫
তৃতীয় প্রকার অযীফা ৩৭
চতুর্থ প্রকার অযীফা ৩৯
মৃত্যুর মুরাকাবা ৪২
নিসবতে বাতেনী ৪৭

সপ্তম হেদায়েত : মনের একাগ্রতা সৃষ্টির আলোচনা ৫২

অষ্টম হেদায়েত : ইচ্ছাধীন ও ইচ্ছা বহির্ভূত কার্যাবলী সম্পর্কে ৫৪

নবম হেদায়েত : পীর মাশায়েখদের বিভিন্ন রসম (প্রথা) সম্পর্কে ৫৭

দশম হেদায়েত : নসীহত পর্ব ৫৯
সাধারণ পুরুষদের জন্য নসীহত ৫৯
সাধারণ নারীদের জন্য নসীহত ৬১
যিকির শোগলকারীদের জন্য নসীহত ৬৩

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى
اَمَّا بَعْدُ !

তাসাওউফ ও তরীকত সম্পর্কে সাধারণ ভ্রান্তি

তাসাওউফ ও তরীকত নামে দ্বীনের যে শিক্ষা সমাজে প্রসার লাভ করেছে মূলত তা ইসলামী শরীয়তের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। যা ব্যতীত ঈমান ও ইসলামই পূর্ণাঙ্গতা পায় না। আসলে শরীয়তের ওপর পূর্ণাঙ্গরূপে আমল করার অপর নামই হলো, তরীকত ও তাসাওউফ; কিন্তু দীর্ঘ সময় ধরে কিছু মানুষের অবহেলা ও অজ্ঞতা এবং শুদ্ধ শিক্ষা-বঞ্চিত কিছু মানুষের অযাচিত হস্তক্ষেপের কারণে এর স্বরূপই বিগড়ে গেছে। কেউ তো সুফি দরবেশদের কতিপয় রুসুম ও ব্যক্তিগত অভ্যাসকেই তাসাওউফ বলে থাকে। কেউ আবার ইচ্ছা-বহির্ভূতভাবে দেখা দেওয়া অতিপ্রাকৃত হাল ও অবস্থাকে তাসাওউফ নাম দিয়ে রেখেছে। অনেকের মতে, কাশ্‌ফ ও কারামাতই হচ্ছে তাসাওউফের আদি রূপ। কিছু লোক আবার স্বেচ্ছায় বা ভুলবশত তরীকতের মাঝে বিদআতের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে সেগুলোকেই তাসাওউফ মনে করে থাকে। ফলে তাসাওউফের আসল চেহারা ও মাকসাদ অধিকাংশ মানুষের কাছে অপরিচিত রয়ে গেছে। তাসাওউফের উদ্দেশ্য ও উচ্ছিষ্ট একাকার হয়ে যাওয়ায় মানুষ নানা ধরনের ক্ষতির শিকার হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ অনেকেই অতিপ্রাকৃত অবস্থা বা হালকে কিংবা কাশফ ও কারামাতকে তাসাওউফ মনে করে। আসলে তাসাওউফের জন্য এগুলো আদৌ অনিবার্য নয়। সবার এগুলো হাসিল হয়ও না। এগুলো হাসিল না হলে দ্বীনী কোনো ক্ষতি বা তাসাওউফের মাকসাদে কোনো ব্যাঘাতও ঘটে না। এ ধরনের মনোভাব যারা পোষণ করে তারা সাধ্যাতীত মেহনত ও মুজাহাদার পরেও যখন এই অবস্থা লাভ করতে পারে না তখন তারা হতাশায় ভুগতে শুরু করে এবং ভাবে, হায়! এত করেও আমরা তাসাওউফের উদ্দেশ্যই হাসিল করতে পারলাম না। অপরদিকে নাম-সর্বস্ব কিছু ধার্মিক বরং অনেক ফাসেক ও পাপাচার লোকদের কোনো একটা আমলের গুণে এই অবস্থা লাভ

হয়ে গেলে তারা এটাকেই তাসাওউফের সবকিছু মনে করে অলিক অহমিকায় ফুলতে থাকে এবং ভাবে—আমরা তো তাসাওউফের স্বর্ণশিখরে পৌঁছে গেছি। অথচ শরীয়তের বিধিবিধান পালন এবং সুন্নতে নববীর পরিপূর্ণ পাবন্দি ছাড়া তাসাওউফের উদ্দেশ্য কিছুতেই হাসিল হতে পারে না। এ বিষয়ে সকল ওলী-আউলিয়া ও সুফি সাধকদের স্পষ্ট স্বীকারোক্তি সুবিদিত ও সর্বজনস্বীকৃত হয়ে আছে।

আমাদের এ যুগে আমার পীর ও মুর্শিদ হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহমাতুল্লাহি আলাইহিকে আল্লাহ তাআলা তাঁর দ্বীনের সংস্কারধর্মী ও যুগান্তকারী খেদমতের জন্য নিজেই বেছে নিয়েছিলেন। তার হাজারও রচনা আজও এ কথার সাক্ষী হয়ে আছে।

তাসাওউফ ও তরীকতের স্বরূপ তুলে ধরা, তাসাওউফের উদ্দেশ্য ও উচ্ছিষ্টের মাঝে পার্থক্য করা এবং যথাযথ ও সফলভাবে এ পথে চলার জন্য হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি অনেকগুলো কিতাব রচনা করেছেন। যেমন *আত্ তাকাশ্‌শুফ ফী মাসায়িলিত্ তাসাওউফ*, *আত্ তাশাররুফ ফী মাসায়িলিত্ তাসাওউফ*, *মাসায়িলুস সুলূক* ও *তালিমুদ্দীন* ইত্যাদি। পরবর্তী সময়ে এসব কিতাবের সারনির্যাস সংক্ষিপ্ত একটি পুস্তকে সংকলন করেন; যা তরীকতের সাধকদের জন্য তাদের অবস্থাভেদে পৃথক পৃথক আমল সম্বলিত একটি রচনা। এর নাম রাখা হয় ‘কসদুস সাবীল’। কিতাবের পরিশিষ্টতে তাসাওউফ ও তরীকতের স্বরূপ সুস্পষ্ট করা এবং তাসাওউফের সাধনাকে সহজতর করার জন্য তিনি কিছু আলোচনা যুক্ত করেছেন। তিনি গোটা আলোচনার নাম রেখেছেন তাসাওউফের পঞ্চকথা বা বাতেনী পঞ্চেন্দ্রীয়। ১৩৫০ হিজরীর রজব মাসে এ পুস্তক প্রকাশিত হয়।

এ কিতাবটি ছিল নিরেট ইলমী ধাঁচের রচনা। এ কিতাবের পাঠফল লাভ করতে সাধারণ লোকদের বেশ কষ্ট হতো। এজন্য হযরত থানভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর প্রবীণ খলীফা ও সাহেবে কারামাত বুযুর্গ মাওলানা শাহ লুৎফে রাসূল সাহেব হযরতেরই অনুমতি নিয়ে এই পুস্তিকার সহজীকরণ করেন—যা *তাসহীলু কসদিস সাবীল*’ নামে একাধিকবার প্রকাশিত হয়েছে। এর সাথেও গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় পরিশিষ্ট আকারে

সংযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে; কিন্তু বর্তমান সময়ে মানুষকে কিছুটা কম যোগ্যতা আর কিছুটা আরামপ্রিয়তা পেয়ে বসেছে। তারা কোনো কিতাব পড়বে, এরপর তার পরিশিষ্টও পড়বে, সবশেষে সম্পূর্ণ পাঠের একটা সারকথা দাঁড় করাবে; এটা তাদের জন্য নেহায়েত কষ্টকর। ফলে এ ধরনের লোকেরা বুযুর্গদের ইলমী হীরকখণ্ডসমূহকে পাঠ করাই কমিয়ে দিয়েছে।

বক্ষ্যমাণ পুস্তিকাটি আমার দৃষ্টিতে তাসাওউফ ও তরীকতের স্বরূপ খোলাসা করা, তাসাওউফের উদ্দেশ্য ও উচ্ছিষ্টের মাঝে পার্থক্য করা এবং তরীকতের পথকে সহজতর করার ক্ষেত্রে অনন্য অনুপম একটি কিতাব। এর মাঝে তরীকতের প্রাথমিক সাধক থেকে নিয়ে পরিণত সাধক; সবার জন্য গুরুত্বপূর্ণ হেদায়েত আছে। এজন্য আমি সময়ের প্রয়োজন বিবেচনায় নিয়ে তাসাওউফের প্রাথমিক পর্যায়ের লোকদের সুবিধার্থে এই পুস্তিকার সারাংশ নতুন করে ঢেলে সাজিয়েছি। এতে পরিশিষ্টর আলোচনাগুলো মূল কিতাবের মাঝে লিখে দেওয়া হয়েছে আর মূল কিতাবে যেখানে যেখানে কিছু জটিলতা ছিল তারও ব্যাখ্যা করে দেওয়া হয়েছে। আলোচ্য পুস্তিকার প্রথম পাঁচ হেদায়েত পর্যন্ত কিছু ব্যাখ্যা জুড়ে দেওয়া হয়েছে। ষষ্ঠ হেদায়েত থেকে শেষ পর্যন্ত *তাসহীলু কসদিস সাবীল*-এর আলোচনা হুবহু লিখে দেওয়া হয়েছে। আর এই বিষয়গুলোই মূলত এই পুস্তিকার মূল মাকসাদ।

ভূমিকা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ • اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هُوَ الْمَوْلَى الْجَلِيْلُ وَ عَلَيْهِ مُنْتَهٰى قَصْدِ الصَّبِيْلِ • وَالصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ لَيْسَ لَهٗ فِى الْكَمَالِ عَدِيْلٌ • وَهُوَ لِذٰلِكَ السَّبِيْلِ خَيْرُ دَلِيْلٍ • وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهِ الْبَاذِلِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ فِى اللهِ مِنْ كُلِّ كَثِيْرٍ وَقَلِيْلٍ • اَلْمُبَلِّغِيْنَ لِلْاٰيَاتِ وَالرِّوَايَاتِ بِعِزٍّ عَزِيْزٍ وَذُلِّ ذَلِيْلٍ •

তাসাওউফ ও তরীকত—মূলত পরিপূর্ণভাবে শরীয়ত পালনেরই আরেক নাম। এ বিষয়টা দীর্ঘদিন ধরে নানা অনাচার আর জটিলতার শিকার হয়ে থাকায় স্বল্পজ্ঞানের অনেক লোক বুযুর্গদের কতিপয় রুসুম ও ব্যক্তিগত অভ্যাসাবলীকে এবং অনেকে আবার তাদের ইচ্ছা-বহির্ভূত অতিপ্রাকৃত অবস্থা ও হালকেই তাসাওউফ মনে করে বসে আছে। উদ্দেশ্য এবং উচ্ছিষ্টের মাঝে কোনো পার্থক্য না থাকার ফলে কিছু লোক তো এ জগৎকেই অত্যন্ত কষ্টসাধ্য বা সাধ্যাতীত মনে করে হতাশ হয়ে আছে।

অন্যদিকে কিছু মানুষ দিব্যি শরীয়তবিরোধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়ে আছে। এতদসত্ত্বেও হালকা কিছু হাল ও দু'একটি শুভ স্বপ্ন দেখার ফলে তারা আত্মার সংশোধন ও আমলের গুরুত্বই আমলে নিচ্ছে না। এসব অনাচারের সংশোধন করার জন্য এই সংক্ষিপ্ত পুস্তিকায় তাসাওউফ ও তরীকতের স্বরূপ, এগুলোর আসল উদ্দেশ্য এবং সে উদ্দেশ্য হাসিলের পথ ও পদ্ধতি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় কিছু আলোচনা 'হেদায়েত' শিরোনামে লিখে দেওয়া হচ্ছে।

প্রথম হেদায়েত

শরীয়ত ও তরীকতের আলোচনা

সুলূক ও তরীকত; যাকে পরিভাষায় তাসাওউফ বলা হয়, তার মূল কথা হলো, প্রত্যেক মুসলমান যেন তার যাহের ও বাতেন তথা ভেতর ও বাহিরকে সৎ গুণাবলী দিয়ে সুসজ্জিত করে তোলে এবং বদ গুণাবলী থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে।

এর বিশদ বিবরণ হচ্ছে, মুমিন-জীবনের আসল মাকসাদই হলো আল্লাহ তাআলাকে সন্তুষ্ট করা। এর মাধ্যম হলো, শরয়ী বিধিবিধানকে সুন্দরভাবে ও পূর্ণমাত্রায় মেনে চলা। কিছু শরয়ী বিধানাবলীর সম্পর্ক তো মানুষের বাহ্যিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সাথে। যেমন—নামায, রোযা, যাকাত, হজ, বিয়ে, তালাক, স্বামী স্ত্রীর অধিকার, কসম, কাফফারা, লেনদেন, সাক্ষ্য, বিচার, অসিয়ত, উত্তারাধিকার সম্পদ বণ্টন, সালাম-কালাম, পানাহার, ঘুম, ওঠাবসা, মেহমানদারী, মেজবানী ইত্যাদির বিধানাবলী। এসব বিধানাবলীর জ্ঞানকে বলে ইলমুল ফিকহ।

শরীয়তের অপর কিছু বিধানের সম্পর্ক হচ্ছে মানুষের ভেতর জগতের সাথে। যেমন—আল্লাহ তাআলার প্রতি ভালোবাসা পোষণ করা, তাঁকে ভয় করে চলা, দুনিয়ার প্রতি ঝোঁক কম থাকা, আল্লাহপাকের ইচ্ছা ও ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকা, লোভ না করা, নিবিষ্ট মনে ইবাদত করা, যে কোনো ইবাদত ইখলাসের সাথে আল্লাহ তাআলাকে সন্তুষ্ট করার জন্য সম্পাদন করা, কাউকে তুচ্ছ ও হেয় মনে না করা, আত্মঅহমিকায় না ভোগা, ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করা ইত্যাদি। নৈতিক ও চারিত্রিক এসব গুণাবলীকেই সুলূক ও তরীকত বা তাসাওউফ বলে।

নামায, রোযা ইত্যাদি বাহ্যিক বিধানের ওপর আমল করা যেমন ক্ষেত্রবিশেষ ফরয ও ক্ষেত্রবিশেষ ওয়াজিব; ঠিক তেমনই কুরআন সুন্নাহর আলোকে সুলূকের ওপর আমল করাও ফরয ও ওয়াজিব। অধিকন্তু বাতেনী বদ গুণাবলী থেকে বেঁচে থাকার গুরুত্ব তুলনামূলক একটু বেশি জরুরী। কারণ, মানুষের বাতেনী চরিত্রের প্রভাব তার বাহ্যিক আমলের ওপর গভীরভাবে প্রতিফলিত হয়। যেমন আল্লাহ তাআলার ভালোবাসা কম হলে নামাযে অলসতা দেখা দেয় অথবা যথাযথ হক আদায় না করে জলদি জলদি রুকু-সিজদার মাধ্যমে নামায আদায় হয়ে যায়। কৃপণ স্বভাবের কারণে যাকাত বা হজ আদায়ের সাহস হয় না। অহংকার ও ক্রোধের কারণে অন্যের ওপর যুলুম হয়ে যায়। সারকথা হলো শরীয়ত ও তরীকত পরস্পর আলাদা কোনো জিনিস নয়; বরং শরীয়তের যাবতীয় জাহেরী ও বাতেনী বিধানের ওপর সুন্দর ও যথাযথভাবে আমল করার নামই হচ্ছে তরীকত।

ইমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি ইলমুল ফিকহের পরিচয় এমনভাবে তুলে ধরেছেন, যাতে জাহেরী ও বাতেনী আমল সবই অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়; কিন্তু পরবর্তী সময়ের উলামায়ে কেরাম সাধারণ মানুষের জন্য সহজসাধ্য করার উদ্দেশ্যে যাহেরী আমল তথা নামায, রোযা, যাকাত, হজ, বিয়ে, তালাক, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদিকে আলাদাভাবে সংকলন করে এর নাম দিয়েছেন ইলমুল ফিকহ। আর বাতেনী আমল তথা ইখলাস, সবর, শোকর, খোদাপ্রীতি, পরহেযগারী ইত্যাদিকে আলাদাভাবে সংকলন করে এর নাম দিয়েছেন তাসাওউফ বা তরীকত। এই পারিভাষিক ভিন্নতার কারণে শরীয়ত ও তরীকতকে আলাদাও বলা যায়। যেমন—বৈশিষ্ট্য ও পদ্ধতিগত ভিন্নতার কারণে বলা যায় নামায ও রোযা আলাদা আলাদা ইবাদত। মানুষের হাত স্বতন্ত্র একটি অঙ্গ। পা আলাদা আরেক অঙ্গ। চোখ ভিন্ন জিনিস। নাক, কান, হৃৎপিণ্ড কলিজা সবই ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ; কিন্তু এসব অঙ্গের সুসমন্বয়েই একটা পূর্ণাঙ্গ মানব আকৃতি লাভ করে। এসব অঙ্গের কোনো একটা নিয়ে তা দিয়ে অন্য অঙ্গের কাজ চালানো যাবে না।